নিবন্ধ : মাদকতা প্রতিরোধে তরুণদের ভূমিকা

সঞ্চারিণী ,
দাম্মাম সৌদিআরব থেকে

এক অদ্ভূত নেশা ছেয়ে ফেলেছে গোটা সমাজকে ।
. . . . বাহান্ন , উনসত্তর , একাত্তরের ঐতিহ্যে লালিত বাংলাদেশে আমাদের যুবসমাজ - আমাদের তরুণরা আজ বইয়ের চেয়ে ভাল চেনে ভি.ডি.ও ক্যাসেট, ভাতের চেয়ে ওদের কাছে উপাদেয় নীল নেশা - গাজা, চরস , হেরোইন । আমরা কি পঙ্গু ভবিষ্যতের দিকে এগুচ্ছি ?

নি:সন্দেহে এ কথাগুলি আমাদের বর্তমান মাদকতায় সয়লাব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের লৈখিক রূপ প্রকাশ ।আমাদের এ প্রজন্ম আজ নীল নেশার হুমকীর সম্মুখীন । এ শুধু আমাদের দেশেই নয় - গোটা বিশ্বের সচেতন মানুষ মাত্রেরই আতংক ।

আমাদের দেশ এখনো অবক্ষয়ের মাত্রাতেই সীমাবদ্ধ ; যদিও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই আজ মাদকতা আর যৌণবিকৃতির ভারে ভারাক্রান্ত । সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের পরোক্ষ আগ্রাসনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ; তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে সচেতন অংশ ; তরুণদের হাতে তুলে দিয়েছে - নেশার উপকরণ আর পর্ণোসামগ্রী । ফলশ্রুতিতে দেখা দিয়েছে পতনের প্রাথমিক দশা; যার লৈখিক নাম - ‘‘ নৈতিক অবক্ষয় ’’ । সুতরাং মাদকাসক্তি রোধে যুবসমাজের যে বিরাট এক ভূমিকা থাকতে পারে তা বলাই বাহুল্য ।

‘ মাদকতা ’- কে আমরা প্রায়োগিক অর্থে ‘ মাদকাসক্তি ’ হিসেবে ধরে নিচ্ছি । বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সেবনজণিত আসক্তি ; এক ধরনের জটিল স্বাস্থ্য-সামাজিক সমস্যা ।
‘ মুক্তি ক্লিনিক ’ নামক মাদকাসক্তি নিরাময়কেন্দ্র কর্তৃক মাদকসেবীদের পেশাভিত্তিক এক জরিপে দেখা গেছে যে , ৩৫ . ৩০ % বেকার , ১৯ . ৮৫ % ছাত্র , ৩৬ . ১৫ % ব্যবসায়ী । তাছাড়া জুনকাইস , পেডলারস ইত্যাদিতে প্রোফেশনাল এডিক্টদের সংখ্যা ৮ . ৯০ % এর মত । এ জনসমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে , মূলত: তরুণরাই মাদকতার সাথে জড়িত হলেও বিভিন্ন মাদকদ্রব্য যেমন :

১) **চেতনানাশক :** আফিম , মরফিন , হেরোইন , ম্যাথাডান ;

২) **উত্তেজক বা মনোদ্দীপক :** কোকেন , ফেন্সিডিল , ইফিড্রিন , অ্যামফেটামিনস ;

৩) **অবসাদ সৃষ্টিকারী :** বারবিচ্যুরেটস , মেথাকোয়ালোন ;

৪) **স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমনকারী :** ডায়জিপাম , নাইট্রোজিপাম ;

৫) **বিভ্রম সৃষ্টিকারী :** ক্যানাবিস (গাজা , ভাং , হাসিস , মারিজুয়ানা), এল . এস . ডি

৬) অ্যালকোহল . . . ইত্যাদির আসক্তিতে ক্রমশ: সম্পৃক্ত হচ্ছে সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষ । কারন যাই হোক , মাদকতা প্রতিরোধে তরুণরা কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে কি না প্রশ্ন এখন সেটাই ।

তবুও দেখা যাক মাদকাসক্তির মূল কারনগুলি কি - কি হতে পারে ।

ঢাকা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের পরিচালিকা ডা: আনোয়ারা বেগমের ভাষায় - ‘‘ যে কৌতুহল মানুষকে চাঁদে পৌঁছে দেয় , সেই একই কৌতুহল মানুষকে নরকেও নিক্ষেপ করে - ড্রাগ পরখ করে দেখার কৌতুহল । ’’

প্রথমত: বয়:সন্ধিক্ষণের স্বাভাবিক ধর্ম এমনিতর কৌতুহল ,

রোমাঞ্চ আর অ্যাডভেঞ্চারের ফলশ্রুতিতে ছেলেমেয়েরা মাদকদ্রব্য ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হয় । পরবর্তীতে এই অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই পরিনত হয় অভ্যাস আর আসক্তিতে । ক্রমাগত অভ্যাসে সুখানুভূতি তীব্র হয় , অত:পর চরমে পৌঁছে শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক পতন । ফলে , সমাজ থেকে সে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন । পরিবার , সমাজ তাকে করে বিতাড়িত । শিক্ষা , বুদ্ধি , সাহস , সংযম প্রভৃতি সুজ্ঞানাবলী হননকারী মাদকদ্রব্যের প্রভাবে সেই মানুষটির সার্বিক ব্যক্তিত্ব গলে-ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যায় ।

দ্বিতীয়ত: সমাজে সুস্থ বিনোদনের অভাব মানুষকে ঠেলে দেয় অপসংস্কৃতির দিকে আর মাদকদ্রব্য সেবনকে সেই অপসংস্কৃতিরই সংস্কৃতিধারক একটি রীতি হিসেবে গণ্য করে অনেকে হয়ে পড়ে মাদকাসক্ত । নিম্ন মাথাপিছু আয় ও নিম্ন জীবনযাত্রার মানের একঘেয়েমী জীবনে মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিনোদন খুঁজে বেড়ায় । আর তখনই হাতের কাছে পেয়ে যাওয়া মাদকদ্রব্য গ্রহন করেই পেতে চায় বিনোদনের আস্বাদ ।

তৃতীয়ত: স্বাধীনতা উত্তর প্রগতিশীল সমাজ গঠনের দোহাই দিয়ে ভূঁইফোঁড় বুর্জোয়া আর এলিট শ্রেণীর আধিপত্যলাভ আর স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে সমাজের অন্যতম সচেতন অংশ যুবসমাজকে ব্যবহার করা হয়েছে সন্ত্রাসবাদী মাস্তানরূপে ।

চতুর্থত: স্বৈরাচারী মেটামরফসিসে সমাজে ধূর্ত জনসংখ্যা বেড়েছে , দক্ষ নাগরিক বাড়েনি । চলমান সামাজিক বিকৃতি , সঠিক নেতৃত্বের অভাব , অর্থনৈতিক দূরবস্থা , প্রতিষ্ঠালাভে ব্যর্থতা , পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা , সমাজে সততা ও নিষ্ঠার অভাব , সর্বোপরী আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্ববিরোধী মনোভাবের পাশাপাশি শ্রেণীউত্তরণের প্রয়াস এবং স্বৈরাচারের নখরে নিষ্পেষিত তারুণ্যকে তাই গ্রাস করে সীমাহীন হতাশা । সামগ্রিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনাকে বিবশ করে তোলে । সেই সাথে যোগ হয় নীল নেশা , কাল্পনিক স্বর্গের মহানন্দে বুঁদ হয়ে থাকার নষ্ট আয়োজন ।

‘ ৯০ -র ঐতিহাসিক গণআন্দোলনে তরুণদের স্বৈরাচার উৎখাতিকরণে মূখ্য ভূমিকা পালন ; যুবসমাজের উপর আমাদের আকাংখাকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ । তাই আমাদের বিশ্বাস , গোটা তরুণসমাজের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকাই পারে সমাজের বুকে মাদকতার বিস্তৃত শেকড় উপড়ে ফেলতে ; পারে নেশামুক্ত সুস্থ্য সমাজ গঠন করতে ।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার । সমাজে হতাশা আগেও ছিল , এখনও আছে , ভবিষ্যতেও থাকবে । তবে হতাশার আঙ্গিক বিভিন্ন কারনে সৃষ্টি হয় । একমাত্র এ হতাশাই মানুষকে মাদকতায় উদ্বুদ্ধ করে তা ঠিক নয় । অর্থনীতির সংজ্ঞামতে বলা চলে : যোগান বন্ধ হলে চাহিদাও কমে যাবে । মাদকসামগ্রী সহজলভ্য তাই তার গ্রহণ বাড়ছে । অতএব , মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধ , আমদানী তথা যোগান বন্ধ করতে পারলে সমাজকে নেশামুক্ত করা খুব একটা কঠিন হবেনা ।

যৌথ প্রচেষ্ঠায় তরুণরা প্রধানত: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং নিজ-নিজ এলাকায় মাদকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে । যেমন:

১) মাদকদ্রব্যের যোগান বন্ধ করার লক্ষ্যে নিজ এলাকায় মাদকদ্রব্য আমদানীর উৎস খুঁজে বের করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

২) সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের ভয়াবহ দিক ও মনো-দৈহিক প্রতিক্রিয়ার কুফল জনসমক্ষে তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা ;

৩) শিক্ষাকেন্দ্রে বন্ধুসুলভ পরামর্শদাতা হিসেবে ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে উপদেশ প্রদানের ব্যবস্থা করা ;

৪) ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে নৈতিক অবক্ষয়রোধকল্পে মানুষের মাঝে অনুশাসন মেনে চলার অনুপ্রেরণা জাগানো এবং ব্যক্তিগত চরিত্রেও তার প্রতিফলন দেখানো ,

৫) ছাত্রসমাজের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তাদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বাস্তবায়নের জন্য চাপ দেয়া ;

৬) বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের মাধ্যমে সুস্থ বিনোদনের লক্ষ্যে খেলাধুলা , সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য-চর্চ্চার ব্যবস্থা করা ;

৭) নিষিদ্ধ ও চোরাই মাদক ঔষধের ব্যবসা উচ্ছেদ করতে সামাজিক উদ্যোগ নেয়া ;

৮) স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্লাব , সংগঠনের মাধ্যমে সংগৃহিত অনুদানের টাকায় মাদকাসক্তি নিরাময়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা ;

৯) আইনসংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা করে শহর ও গ্রামের মহল্লায় মাদকসেবনকারী ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা ;

১০) কেলানাইডিন জাতীয় ঔষধ যা আসক্তদের উপসর্গ কমাতে সহায়ক , তা আমদানী ও অধিক বাজারজাত করার ব্যবস্থা করা ;

১১) মাদকসেবীদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ এবং মাদকসেবনের কারন জেনে তালিকাভুক্ত করে তাদের প্রতিকারের যথাসম্ভব উদ্যোগ গ্রহণ করা ;

১২) নেশাগ্রস্তদের খুঁজে বের করে যৌথ উদ্যোগে চিকিৎসা ও পুণর্বাসন নিশ্চিত করা ।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে , মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার পথ দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল । এটি অদম্য মনোবল ও চেষ্টার দ্বারাই শুধু সম্ভব । কারন একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন বন্ধ করলে শারীরিক ও মানসিক বহুবিধ উপসর্গ দেখা দেয় , তাই শারীরিক ভাবে সুস্থ হলেও মানসিক আসক্তি নির্মূল হতে সময় লাগে । তবে সুন্দর ও সৎ সংসর্গ ও অনেক সময় মাদকাসক্তি থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে ।

তরুণদের ব্যক্তিগত ভূমিকা প্রসংগে বলা যায় ; মানুষের মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্ গড়ে তোলা , আন্তরিকতা , সহমর্মীতা , সৌহার্দ্রতা , সততা , ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণাবলীর উত্তরণ ছাড়াও সমাজের সর্বস্তরে দূর্ণীতি প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ব্যক্তি-চরিত্রে আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমে সমাজে সৎনেতৃত্ব প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন ,সমবায়ী মনোভাব নিয়ে এমনি সৎ ও সাহসী যুবসমাজকে নিয়ে গঠিত সেবামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে সমাজ থেকে মাদকতাব্যধি নির্মূল করা সম্ভব ।

আজকের এ তিমির অতলায়তনেও আমরা হতাশ নই । এ দেশের সংগ্রামী তরুণসমাজের এ ভূমিকা কার্যকরী হলে সরীসৃপের নীল গরলের সুতীব্র অভিঘাত থেকে একদিন সত্যিই আমরা মুক্ত হবো । আজকের এ ধোঁয়াশা আঁধার কাটিয়ে হংসশুভ্র আলোকের ঝর্ণাধারায় আমরা উদ্ভাসিত হবো । বাংলাদেশে আমরা পাব একটি মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ ।